দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 03 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের নির্বাচন নিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তি ত্রিধাবিভক্ত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী ২২ মার্চ অনুষ্ঠেয় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের নির্বাচন নিয়ে জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তি এবার ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের ২৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির এই নির্বাচনে বিএনপির একটি প্রভাবশালী মহল কয়েকটি প্রধান পদে এমন অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে, ভোটারদের মধ্যে যাদের কোনো ন্যূনতম প্রভাব পরিচিতি নেই। অপরদিকে নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী করা বা জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির একক প্যানেল তৈরীর ব্যাপারেও এ পর্যন্ত কোন সমঝোতা হয়নি। সমন্বয়ের অভাবের কারণে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে হঠাৎ অখ্যাত-অপরিচিত ব্যক্তিদের নির্বাচন করানোর জন্য বিএনপির নামে একটি প্রভাবশালী অকৃষিবিদ মহলের গোঁ ধরার ফলে জনপ্রিয় মূল প্রার্থীদের অনেকেই একাধিক পদে মনোনয়ন দাখিল করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত পদে মূল সংগঠনের চূড়ান্ত সমর্থন মিলবে কি না তা এখনো অনিশ্চিত। এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদী শক্তির একক প্যানেল ঘোষণা ও ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বাধিক পরিচিত জনপ্রিয় প্রার্থীদের উপযুক্ত পদে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া বিজয় লাভ কতটুকু সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। সারাদেশের কৃষি বিভাগে ব্যাপক পরিচিত, যোগ্য-অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত জনপ্রিয় প্রার্থীদের মাধ্যমে এবং জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ভাবাদর্শের মধ্যে সমঝোতা ছাড়া নির্বাচন করলে এর পরিণতি সাম্প্রতিক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির সমর্থক হিসেবে আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদে এবার যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তারা হলেন– ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি)

৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট নির্বাচন নিয়ে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মহাপরিচালক ডঃ এস বি সিদ্দিকী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডঃ আইয়ুবুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক পরিচালক ও গতবারের বিএনপি প্রার্থী কৃষিবিদ গিয়াস উদ্দিন মিল্কী এবং কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের তিন-তিন বারের নির্বাচিত মহাসচিব কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী হয়েছেন ডঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সমর্থন জানিয়েছে ডঃ এস বি সিদ্দিকীকে।

মহাসচিব পদে জাতীয়তাবাদী শক্তির সমর্থক হিসেবে এবার যারা প্রার্থী হয়েছেন তারা হলেন– ইতিপূর্বে নির্বাচিত তিন-তিন বারের মহাসচিব ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল, কৃষি ক্যাডার এসোসিয়েশনের বর্তমান মহাসচিব ও বিএনপির গতবারের প্রার্থী সালেকুর রহমান মাসুম, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী আফজাল এবং ব্যবসায়ী কৃষিবিদ আনোয়ার উন্নবী মজুমদার বাবলা। এ ছাড়া মহাসচিব পদে আওয়ামী লীগের প্যানেল প্রার্থী হয়েছেন কৃষক লীগের বদিউজ্জামান বাদশা। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত প্রার্থী হচ্ছেন কৃষিবিদ আলী আফজাল। তবে তিনি যুগ্ম-মহাসচিব পদেও প্রার্থী হয়েছেন। বিএনপির পক্ষে সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন ডঃ সুলতান মহিউদ্দিন ও আবু বকর এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে ডঃ শহীদুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আবদুল বারী।

জানা গেছে, মূল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবার মহাসচিব পদ নিয়ে। এই পদে বিএনপি সমর্থিত ও সর্বাধিক পরিচিত প্রধান প্রার্থী হচ্ছেন কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল। কিন্তু নেপথ্যে থেকে বিএনপির একটি প্রভাবশালী গ্রুপ এই পদে প্রার্থী করেছেন আনোয়ার উন্নবী মজুমদার বাবলাকে, যিনি সারাদেশে কৃষিবিদ ভোটারদের মধ্যে একেবারেই অপরিচিত। এই গ্রুপের চাপের কারণে কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল বাধ্য হয়েছেন সভাপতি পদেও প্রার্থী হতে। এর ফলে বিএনপিমনা অন্যান্য সিনিয়র প্রার্থীদের বঞ্চিত হতে হচ্ছে সভাপতি পদ থেকে। এদিকে আবার আনোয়ার উন্নবী বাবলা মহাসচিব পদে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলে কৃষিবিদ সালেকুর রহমান মাসুমও মহাসচিব পদে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়বেন বলে জানা গেছে। তবে জাভেদ ইকবালকে বিএনপি মহাসচিব হিসেবে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিলে সালেকুর রহমান মাসুম তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

অপরদিকে কৃষিবিদদের মধ্যে এবার ভাল ভোটের অধিকারী ও প্রভাবশালী জামায়াতে ইসলামী চাইছে সভাপতি কিংবা মহাসচিবের একটি পদ। তা না হলে নিদেনপক্ষে যুগ্ম মহাসচিবের পদটি তাদের অবশ্যই চাই। এর বাইরে তারা সমঝোতা করবে না। এ অবস্থায় এই খবর লেখা পর্যন্ত বিএনপি কোন সমঝোতার উদ্যোগ না নেয়ায় এবং মহাসচিব পদে যথার্থ ফায়সালা না হওয়ায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ভোটার কৃষিবিদদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা এবং ক্ষোভ বিরাজ করছে।